বনমহোৎসবের সূচনা করলেন বিধায়ক অখিল গিরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রবিবার রামনগর-১ নম্বর ব্লকের বোধড়া পদ্মেশ্বরী হাই স্কুলে বনমহোৎসবের সূচনা করেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ১৩.৪ শতাংশ বনভূমি। রাজ্যের বনভূমি ও জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে বন দফতর নিরন্তর প্রয়াসী। পাশাপাশি বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চিরাচরিত বনভূমির বাইরে সবুজের আস্তরণ বৃদ্ধিতেও বনবিভাগ সবসময় তৎপর। ফলে ওই রাজ্যে সবুজের আস্তরণ বৃদ্ধি পেয়ে মোট ভৌগোলিক আয়তন হয়েছে ২১.৩৯ শতাংশ। সবুজায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বন দফতরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে রাজ্যব্যাপী 'সবুজ শ্রী' প্রকল্প 'একটি শিশু একটি গাছ'। তিনি আরও বলেন, বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যে ৫০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে বৃক্ষরোপণ, পদযাত্রা, আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাসহ নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কন্টাই বনাঞ্চল রেঞ্জের আধিকারিক প্রবীর সেন, রামনগর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ, রামনগর-১ নম্বর ব্লকের বিধায়ী সভাপতি নিতাইচরণ সার, তালগাছাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপ-প্রধান বিশ্বজিৎ জানা, রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মানিক মাইতি প্রমুখ। এই দিন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনার পাশাপাশি ৫০০ চারাগাছ স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

হলদিয়ায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্প শহর হলদিয়ায় এক যুবককে খুন করে তার মৃতদেহ খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। রবিবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম সঞ্জয় সামন্ত (৩৫)। হলদিয়া পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বালুঘাটার বাসিন্দা সঞ্জয় সামন্ত। স্থানীয় একটি ফিসারীতে কাজ করতেন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল থেকে এই যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রবিবার সকালে হলদিয়া-মেচেদা ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাড় ঘাসিপুরে খালের জলে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে ভবানীপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে সঞ্জয়ের বাড়ির লোকেরা ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ সনাক্ত করে।

মৃতের পরিবার ও পরিচিতদের দাবি, সঞ্জয়কে খুন করে তার মৃতদেহ খালের জলে ফেলে দিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। মৃতদেহ সনাক্ত হওয়ার পর পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিক অনুমান, খুন করে সঞ্জয়কে খালের জলে ফেলে পালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শালগাছে পেরেক পুঁতে বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ ঝাড়গ্রাম পুরসভার

সমীর মাহাত, ঝাড়গ্রাম ঃ শাল গাছে পেরেক পুঁতে হোর্ডিং টাঙানোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে ঝাড়গ্রাম পুরসভা। ঝাড়গ্রাম এলাকার সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান হল প্রাচীন শালগাছ। নানাভাবে সেগুলি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ও সংখ্যায় কমতে বসেছে। প্রবীণ নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, পরিবেশকর্মীসহ অনেকেই এই ব্যাপারে প্রশাসনের দ্বারস্থ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হয়েছেন। ঝাড়গ্রাম পুরসভা এলাকায় তার সুফল এখনও মেলেনি। কেন না, শহরের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে পুরপ্রধানের নিজের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি প্রাচীন শালগাছে পেরেক পুঁতে হোর্ডিং সাঁটানো রয়েছে প্রায় ১ মাস ধরে। পুরনো গাছ কাটার বিরুদ্ধে লাগাতার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন একাংশ। গাছ বাঁচানোর লক্ষ্যে গাছের গায়ে পোস্টার চিটিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মত বিনিময়ে জনৈক ব্যক্তিত্বরা বলেন, গাছ লাগানোর ঘটা থাকলেও বাঁচানোর চেষ্টা নেই। অবিলম্বে বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত, না হলে গ্রিন ব্রেঞ্চে আবেদন করা উচিত। এই ব্যাপারে ঝাড়গ্রাম পুরপ্রধান শিবেন্দ্রবিজয় (দুর্গেশ) মল্লদেব বলেন, পুরসভার পক্ষ থেকে এই মর্মে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যারা গাছের মধ্যে পেরেক পুঁতে বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং দিয়েছে, তাদের জরিমানা করা হবে। সেই সঙ্গে কোনও গাছেই আর এই ধরনের কিছু রাখা যাবে না। সেই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক স্তরে উঠছে ভিন্ন অভিযোগ। বিশিষ্টজনদের বক্তব্য, আঞ্চলিক লোক সমাজের মানুষ শালগাছকে পুজো করে। বেশিরভাগ গ্রামগুলি প্রাচীন শালগাছের নীচে অবস্থিত। বাঁদনা পরবে যে সীমিত খুঁটি কাটা হয় তা বনবিভাগ ও কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে। শহরে পুজোর নামে লরি লরি শালগাছ কাটা হয়, পরে তা কোথায় যায়? এতকাল বনবিভাগ কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে!

নিম্নচাপের জেরে উত্তাল সমুদ্র
দিঘা সংলগ্ন জায়গায় সতর্কতা জারি প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মান্দারমণি ঃ নিম্নচাপের জেরে দফায় দফায় বর্ষার সাথে লাগাতার পুবালী হাওয়ার জেরে উত্তাল সমুদ্র। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে সমুদ্রবাঁধ উপচে মান্দারমণি ও তাজপুর সমুদ্র উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। শনিবার রাত থেকেই সমুদ্র ছিল উত্তাল। রবিবার সকালে এর প্রবণতা আরও বাড়ে। আর তার জেরেই জলরা, তাজপুর, শংকরপুর, মান্দারমণিতে মেরিন ড্রাইভ উপচে সমুদ্রের জল ঢুকে প্লাবিত হলো। ফলে রামনগর-২ নম্বর ব্লকে প্রায় সাত-আটটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। যদিও দুর্যোগের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া মানুষদের সব রকমের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের সমুদ্রে স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তাল হয়ে যায় সমুদ্র। রবিবার সকালে এর মাত্রা বাড়তেই সৈকত শহর মান্দারমণি ও তাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মন্দারমণি

সমুদ্রতীরে যে বাঁধ রয়েছে, সেই বাঁধ উপচে জল ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। এলাকাবাসীর দাবি, সমুদ্রের জল গ্রামে ঢুকে তৈরি হয়েছে প্লাবন পরিস্থিতি। মান্দারমণি উপকূল থানা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সমুদ্র উপকূলে বেশকিছু হোটেল, দোকানঘর, বসতবাড়িতে জল ঢুকেছে। পাশাপাশি মান্দারমণি উপকূল থানার সামনে এবং চারপাশে সমুদ্রের জল ঢুকে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। মান্দারমণি উপকূল এলাকার রাস্তার অধিকাংশ জায়গায়ই জলে ডুবে গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত তা এখনও জানা যায়নি। রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি জানিয়েছেন, সমুদ্রের জল উপচে ঢুকে পড়ার খবর পেয়েই তিনি সেচ দফতরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে জলধা এলাকায় যান। মান্দারমণি-তাজপুর এলাকায় সমুদ্র পাড় বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। বিধায়ক জানিয়েছেন, এই দুই এলাকায় স্থায়ী পাড় না থাকার কারণেই কিছু এলাকায় জল ঢুকছে। পাড় বাঁধাইয়ের কাজ হয়ে গেলে আগামী দিনে এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যাবে। উল্লেখ্য, জলধাতে পাড় বাঁধাইয়ের জন্যে ব্লাক স্টোন ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। অখিলবাবু আরও জানান, স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি জলপ্লাবিত এলাকার মানুষদের কাছে সরকারি সমস্ত সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য। অপরদিকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নতুন করে সতর্কবার্তা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। শনি ও রবিবারের কারণে সৈকত শহর দিঘা, মান্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুরে পর্যটকদের ভিড় আছে। উত্তাল সমুদ্রে নেমে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য পর্যটকদের স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে ভগিনী নিবেদিতা মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, রাজ্যের প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী তথা পটাশপুরের বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর সহ অন্যান্যরা।

জুনপুটে এক মৎস্যজীবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, জুনপুট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জুনপুট মৎস্যবন্দরে এক মৎস্যজীবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুনপুট মৎস্য বন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মৎস্যজীবীর নাম অরবিন্দ কাণ্ডার (৩৬)। মৃতের বাড়ি দক্ষিণ চরিশপ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার গোপালপুর এলাকায়। জানা গেছে, জুনপুটে মা দুর্গা ট্রলারে দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরার কাজ করতো অরবিন্দ। রবিবার সকালে ট্রলারে থাকা অ্যাসিড মল ভেবে খেয়ে নেয় অরবিন্দ। এরপর বুকে জ্বালায় ছটপট করতে থাকে। ট্রলারের অন্য মৎস্যজীবীরা তাকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁথি ট্রলারে কাজের জন্য অ্যাসিড রাখা ছিল।

কোলাঘাট ব্লকের সমস্ত স্কুলের সেরা পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লক এলাকার সমস্ত স্কুলের সেরা পাঁচজন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সেরা ছাত্রছাত্রীদের কোলাঘাট ব্লক তৃণমূল ছাত্রপরিষদের উদ্যোগে সম্বর্ধিত করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্লব রায় চৌধুরী, বৈষ্ণবচক হাইস্কুলের শিক্ষক সুবর্ণ হাজরা, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্রপরিষদের নেতা প্রীতম দে সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন প্রায় ৩০০ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধিত করা হয়। প্রীতমবাবু জানান, কোলাঘাট ব্লকের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই তৃণমূল ছাত্রপরিষদের এই উদ্যোগ। এদিন ব্লকের ২৬টি স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয় বই ও স্মারকপত্র দিয়ে।

যোলো বনাম একুশ ঃ জমে উঠেছে রাজনৈতিক যুদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আজ ১৬ জুলাই এবং আগামী ২১ জুলাই নিয়ে মাঠে নেমেছে তৃণমূল-বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, আজ সোমবার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে কৃষক সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর আগামী ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি ধর্মতলা চলো। এই দুটি রাজনৈতিক সভাকে নিয়ে সরগরম মেদিনীপুর। মেদিনীপুরে বিজেপি তাদের অস্তিত্ব ঠেকাতে মাঠে নেমেছে। মাঠে নেমেছে তৃণমূলও। দুই দল লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। দফায় দফায় কলেজ মাঠ পরিদর্শন করছেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বরা। গেরুয়া কাপড়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে পুরো কলেজ মাঠ। অপরদিকে ২১ জুলাইকে সামনে রেখে মেদিনীপুর জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোর্ডিং, কাটআউট, গেট এবং দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর হেলিপ্যাড করা হয়েছে রাঙামাটি আইটিআই কলেজ মাঠে। যে সড়কপথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সভাস্থল পৌঁছাবেন সেই রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো ব্যানার, পোস্টার বেশি থাকবে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। অপরদিকে উত্তর কন্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নভেম্বর মাসে ব্রিগেড গ্রাউন্ডে দেশের বিরোধীদের নিয়ে একটি সভা করবেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা মুকুল রায় বলেন, উনি কাদের নিয়ে সভা করবেন। পরিষ্কার করে বলুন যে উনি কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। আর উনি দেশের সমস্ত দলকে নিয়ে ব্রিগেড করবেন আর বিজেপি একাই তার থেকে বড় ব্রিগেড করে দেখিয়ে দেবে। পাশাপাশি হাতজড়ো করে গোটা শহর জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটআউট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভালোই তো হাতজড়ো করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীকে অভ্যর্থনা জানাবেন। এর থেকে বড়ো পাওনা আর কি হতে পারে! তবে প্রধানমন্ত্রীর এই সভাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি জানান, ২১ জুলাইয়ের কথা কি নরেন্দ্র মোদী জানেন! আর মাঠ ভরার কথা বলছেন। মাঠ যদি এই রাজ্যের লোক দিয়েই ভরে যাবে তাহলে ভিন রাজ্য থেকে চোরাপথে কেন লোক আনছে বিজেপি।

ব্যাটারি চুরির অভিযোগে পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভূপতিনগর ঃ টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি করার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করলো ভূপতিনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল নুরউদ্দিন মল্লিক ও সেখ তাইজুল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নুরউদ্দিনের বাড়ি পটাশপুর থানার অমর্যি ও তাইজুলের বাড়ি এগরা থানার পুরসোভনপুর গ্রামে। জানা গেছে, গত ১০ জুন ভূপতিনগরের একটি টাওয়ার থেকে ২৪টি ব্যাটারি চুরি যায়। এরপর টাওয়ারের মালিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে দুইজনকে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

হলদিয়াতে সারাবাংলা কবি সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ শিল্প শহর হলদিয়া টাউনশিপে ব্রজনাথচক সুধীর ইনস্টিটিউশনে সারা বাংলা কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সারা রাজ্যের প্রায় শতাধিক কবি উপস্থিত হন। সভা থেকে তিন জন কবিকে সম্মানিত করা হয়। হলদিয়া থেকে প্রকাশিত স্মার্টি পত্রিকার পক্ষ থেকে কবি ও গুণিজনদের সম্মান দেওয়া হয়। সম্মেলনে বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন কবি কৃষ্ণা বসু, রতনতনু ঘাটি, প্রাণনাথ শেঠ, কবি ওয়াজেদ আলি। স্মার্টি পত্রিকার প্রধান হলদিয়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ মণ্ডল বলেন, আমরা প্রতি বৎসর সারা বাংলা সাহিত্য সভা করি ও গ্রাম বাংলার কবিদের সম্মান দিয়ে থাকি। এই সভাতে দুটি বই প্রকাশ করা হয়।

ছাত্রী অপহরণকাণ্ডে গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভূপতিনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরের বরোজের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর অপহরণকাণ্ডে সহযোগিতা করার অভিযোগে অপহরণকারী যুবকের বাবাকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শনিবার ভূপতিনগর থানার পুলিশ শিবরাম মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত শিবরামের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার শ্যামপুর এলাকায়। থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ জুলাই ভূপতিনগরের বরোজের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপহরণ করে মনোরঞ্জন। ৮ জুলাই অপহৃতা ছাত্রীর বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে মনোরঞ্জন ওই ছাত্রীকে অপহরণ করেছে। সেই কাজে সহযোগিতা করেছে মনোরঞ্জনের পরিবারের লোকেরা। শনিবার ভূপতিনগর থানার পুলিশের একটি তদন্তকারী দল বাঁকুড়ায় পৌঁছায়। বাড়ি থেকে অপহরণকারী যুবককে না পেয়ে তার বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। ভূপতিনগর থানার পুলিশ অফিসার তরুণ সাধুখাঁ বলেন, অভিযুক্ত মনোরঞ্জন ভূপতিনগরের বরোজে জেসিপি চালকের কাজ করতো। সেই সূত্রে ওই ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে এই ছাত্রীর সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মনোরঞ্জনের। এখনও পর্যন্ত অপহৃতা ছাত্রীকে উদ্ধার ও অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

প্রয়াত বাবা-মায়ের স্মৃতিতে স্কুলকে সহায়তা ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভূপতিনগর ঃ প্রয়াত বাবা-মায়ের স্মৃতিতে তাঁদের প্রয়াণ দিবসে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করলো ভূপতিনগরের খটিয়াল গ্রামের মাইতি পরিবার। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অর্থ প্রদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত বছর ৯৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাক্তন শিক্ষক শচীন্দ্রকুমার মাইতি। আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারানী মাইতি। প্রয়াত শচীন্দ্রকুমার মাইতির ৬ পুত্র ও ১ কন্যাসহ জামাই- পুত্রবধূ- নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসার। তাঁরা সকলে মিলেই এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রয়াণ বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইতিহাস গবেষক মন্মথনাথ দাস, বিমলকুমার দাস, বিমলকুমার হাজরা প্রমুখ। শচীন্দ্রবাবুর ছেলে দেউলপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিয়কুমার মাইতি জানিয়েছেন, সারা জীবন ধরে

তাঁদের বাবা ও মা মানুষের জন্যে কাজ করে গেছেন। তাঁদের প্রয়াণের পরেও যাতে সেই কাজ বন্ধ না হয় তাই তাঁরা সকল ভাই-বোন-জামাই-পুত্রবধূরা মিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শচীন্দ্রবাবুর আর এক পুত্র তিমিরতনয় মাইতি জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতে এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। শচীন্দ্র-সন্ধ্যা স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে প্রতি বছর এই সম্মান প্রদান করা হবে। এদিন মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়কে ২০ হাজার, ডুমুরদাঁড়ী রঘুনাথ হাইস্কুলকে ১০ হাজার, বড়বেড়িয়া হাজরা বিদ্যাপীঠকে ১০ হাজার, খটিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১০ হাজার, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের সংগঠনকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে বিনামূল্যে ১০৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

স্থানীয় এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। একই সাথে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা উপহার দেওয়া হয় মাইতি পরিবারের পক্ষ থেকে।